



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 939 - 945

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত তৃতীয় লিঙ্গ

ড. সুরঞ্জন সরকার

সহকারী অধ্যাপক, রামমোহন কলেজ

Email ID: mrsuranjansarkar@gmail.com



ও

ড. পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে

গবেষক, প্রাবন্ধিক, পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ স্কলার

Email ID: pinakipandey68@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

অর্জুন

(বৃহন্নলা),

অম্বা, শিখণ্ডী,

তৃতীয় লিঙ্গ।

Abstract

এই গবেষণা নিবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা অন্বেষণের একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বিশেষত মহাভারত, পুরাণ ও রামায়ণ-এর বিভিন্ন আখ্যানের আলোকে তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্ব কেবল জৈবিক বা সামাজিক বাস্তবতা হিসেবেই নয়, বরং ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এক স্বীকৃত সত্তা হিসেবে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাভারতে তৃতীয় লিঙ্গ অর্জুন (বৃহন্নলা) মহাভারত (৪/১০/৮) অনুসারে, বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবরা বিরাট রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এই সময় অর্জুন নিজের অস্ত্রশস্ত্র গোপনে সংরক্ষণ করে বৃহন্নলা নামে নপুংসক পরিচয়ে বিরাটনগরে প্রবেশ করেন এবং রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। বৃহন্নলা পরিচয়টি কেবল আত্মগোপনের কৌশল নয়, বরং তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃত অবস্থানকেও নির্দেশ করে।

অম্বা ও শিখণ্ডী - কাশীরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যা অম্বা, তাঁর দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে ভীষ্ম কর্তৃক স্বয়ংবর সভা থেকে অপহৃত হন। কিন্তু অম্বা জানান, তিনি শাল্বরাজ শম্বুকে পতিত্বে বরণ করেছেন (মহাভারত ১/৯৬/৫১)। পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অম্বা ভীষ্মের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করেন। শিবের তপস্যার ফলে তিনি বর লাভ করেন— দ্রুপদের ঘরে জন্ম নিয়ে পরে পুরুষে রূপান্তরিত হবেন এবং ভীষ্মকে বধ করবেন। সেই অনুযায়ী অম্বা দ্রুপদের কন্যা হিসেবে জন্ম নিয়ে শিখণ্ডীতে রূপান্তরিত হন।

শিখণ্ডীর জন্ম ও লিঙ্গরূপান্তর সম্পর্কিত একাধিক বর্ণনা মহাভারত-এ পাওয়া যায় (১/৬/৮৭; ৫/১৮৮)। দ্রুপদ রাজা কন্যাকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করেন এবং সমাজে তাঁকে পুরুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের প্রধান সহায়ক হন— যা তৃতীয় লিঙ্গের যোদ্ধা-সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়।

রামায়ণে তৃতীয় লিঙ্গ : ইল উপাখ্যান আদি কবি বাণ্মীকির রামায়ণ-এর উত্তরকাণ্ডের শততম অধ্যায়ে বর্ণিত ইল উপাখ্যান তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক নিদর্শন।

বাল্লীকদেশের কদম রাজা ছিলেন এক ধর্মপরায়ণ ও মহাবীর রাজা। একদিন বসন্তকালে মৃগয়ায় গিয়ে তিনি এমন এক স্থানে প্রবেশ করেন, যেখানে মহাদেব উমাদেবীর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রী-রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই স্থানে প্রবেশ মাত্রই সমস্ত পুরুষ ও নপুংসক প্রাণী স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়—

“যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্তাঃ পুরুষবাদিনঃ।

বৃক্ষাঃ পুরুষনামাস্তে সর্বে স্ত্রীজনাভবন্॥”

(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ১০০/১২-১৩)

এর ফলে রাজা ইল নিজেও নারীরূপ প্রাপ্ত হন এবং গভীর শোকে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব পুরুষত্ব ব্যতীত অন্য বর চাইতে বললেও ইল দেবী উমার শরণ নেন। উমাদেবীর কৃপায় তিনি বর লাভ করেন— এক মাস পুরুষ ও এক মাস নারী রূপে অবস্থান করার।

“মাসং স্ত্রীত্মুপাসিত্বা মাসং স্যাং পুরুষঃ পুনঃ।”

তবে শর্ত ছিল— যখন তিনি পুরুষ হবেন, তখন নারীত্বের স্মৃতি থাকবে না; আর নারী হলে পুরুষত্বের স্মৃতিও লুপ্ত হবে। এইভাবেই রাজা ইল পর্যায়ক্রমে এক মাস পুরুষ ও এক মাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী ইলা রূপে অবস্থান করতেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তৃতীয় লিঙ্গ কোনো প্রান্তিক বা অবহেলিত সত্তা ছিল না; বরং ধর্ম, রাজনীতি, যুদ্ধ ও সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রে তার সুস্পষ্ট ও সম্মানজনক উপস্থিতি ছিল। বৃহন্নলা, শিখণ্ডী কিংবা ইল—এই চরিত্রগুলি তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ও স্বীকৃত রূপে প্রতিষ্ঠা করে, যা সমকালীন সমাজবীক্ষার জন্যও গভীর তাৎপর্য বহন করে।

Discussion

নপুংসক শব্দের সংজ্ঞা ও বুৎপত্তি : পাণিনি^১ নপুংসক শব্দের বুৎপত্তি করেছেন— নপুংসক পুং, স্ত্রী ন পুমান্ ইতি, ত. পুঃ স্ত্রী>পুংসক, নিপাতিত। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় বলা হয়েছে^২ - স্বয়ং রথারূঢ় হয়ে রথ পরিত্যাগ পূর্বক ভূমিস্থ শত্রুকে বধ করবেন না, নপুংসকে বিনাশ করবেন না, যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হয়ে বা আত্মসমর্পণ করলে বধ করবেন না। - “ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন স্ত্রীবাং ন কৃতাজ্জলিম্। ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্।।” আরো বলা হয়েছে স্ত্রীবাদির দার পরিগ্রহের ইচ্ছা থাকলে বিবাহ করতে পারবে এবং তাতে যদি ক্ষেত্রজপুত্র জন্মায় ও ঐ পুত্র স্ত্রীবত্বাদি দোষ শূন্য হয়, তবে সে পিতামহ পাবে।^৩ - “যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ স্ত্রীবাদীনাং কাঞ্চন। তেষামুৎপন্নতন্তুনাং পতাৎ দায়মর্হতি।।” ঈশ্বরচন্দ্র পরাশর সংহিতা থেকে যে উদাহরণ দিয়েছেন^৪ - নষ্টে মৃতের প্রব্রজিতে স্ত্রীবে চ গতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। সেই উদাহরণ বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের দু-জায়গায় দেখা যায়। বলা হয়েছে^৫ স্বামী নষ্ট হয়ে গেলে, মারা গেলে, নপুংসক হলে, বিবাগী বা সন্ন্যাসী হলে, পতিত হয়ে গেলে এই পাঁচ ক্ষেত্রে নারীর বিবাহ দেওয়া যেত। এখন বর্তমান নপুংসক হলে কোটে ডিভোর্স পায় স্ত্রীরা। - “নষ্টে মৃত্যে প্রব্রজিতে স্ত্রীবেহপি পতিতোহপতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্তো বিধীয়তে।” বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ,^৬ পঞ্চতন্ত্রে^৭ নপুংসক শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘স্ত্রীব’। বিদ্যাসুন্দরে^৮ রামপ্রসাদ সেন উল্লেখ করেছেন - “নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।” শ্রীধর্মমঙ্গলে^৯ মাণিক গাঙ্গুলি বলেছেন কাপুরুষ, ভীরা। “নপুংসক হয়্যা তুমি আইলে পলাইয়া।” অমরকোষে^{১০} চন্দ্রমোহন তর্করত্ন বলেছেন - “স্ত্রীপুংনপুংসকং জ্ঞেয়ম্।” এছাড়া পাণিনি^{১১} বলেছেন - “অর্দ্ধং নপুংসকম্।” আলোচ্যে গবেষণা নিবন্ধটিতে প্রাচীন ভারতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। এর সমাজে কেমন সম্মান বা কীরূপ অধিষ্ঠিত ছিল তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিতে

যেরূপ আছে। যেমন অর্জুন — মহাভারতে দেখা যায়^{১২} বারো বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব বিরাট রাজার আশ্রয়ে কাটিয়ে দেন। মৎস্য দেশে এসে পৌঁছাবার শেষদিকে ক্লান্ত দ্রৌপদীকে অর্জুন বহন করে আনেন। অস্ত্র-শস্ত্র অর্জুন গোপনে রাখার সুবন্দোবস্ত করেন। বিরাট রাজের কাজে সরাসরি উত্তরার নাচের শিক্ষক নিয়োজিত হতে চান। নিজের পরিচয় দেন ‘বৃহন্নলা’ এবং তিনি ‘নপুংসক’। অপর নাম ছিল ‘বিজয়’। অম্বা — কাশীরাজ হিরণ্যবর্ণের মেয়ে। মা কৌশল্যা। আরও দুই বোন অম্বিকা ও ছোটো অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্যের বিয়ের জন্য ভীষ্ম ঐদের স্বয়ংবর সভা থেকে কেড়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা জানান শাল্বকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছেন। ফলে ভীষ্ম শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন— কিন্তু অম্বাকে শাল্ব প্রত্যাখ্যান করেন।^{১৩} তখন সে ভীষ্মকে বিয়ে করতে চান কিন্তু ভীষ্ম রাজি হয়নি। এরপর অম্বা পরশুরামের শরণাপন্ন হন। দুজনের মধ্যে ভীষ্ম যুদ্ধ হয়। এরপর অম্বা শিবের তপস্যা করে বর পান যে তিনি প্রথমে নারী হয়ে দ্রুপদের ঘরে জন্মাবেন, পরে পুরুষে পরিণত হবেন, এবং যোদ্ধা হিসাবে অম্বা ভীষ্মকে নিহত করবেন এবং পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা তখন তার মনে থাকবে। বর পেয়ে অম্বা যমুনা তীরে চিতায় দেহত্যাগ করেন ও দ্রুপদের মেয়ে হয়ে জন্মানো। ইনিই শিখণ্ডী। শ্রীখণ্ডী — পূর্বজন্মে কাশী রাজ কন্যা অম্বা। আবার আছে রাক্ষসের অংশে জন্ম।^{১৪} সন্তানহীন দ্রুপদ মহাদেবের তপস্যা করলে দ্রুপদের একটি মেয়ে হয়। মহাদেব তপস্যারত অম্বাকে বর দিয়েছিলেন দ্রুপদের ঘরে গিয়ে জন্ম হবে এবং অতীষ্ট পূর্ণ হবে।^{১৫} দ্রুপদকে মহাদেবের বর ছিল মেয়েটি পরে ছেলে হয়ে যাবে। রাজা এই জন্য মেয়েকে ছেলের মতোই জাতকর্ম করে ছেলে হয়েছে বলে প্রচার করেন এবং নাম রাখেন শ্রীখণ্ডী। আদি কবি বাণ্মীকি বিরচিত রামায়ণ এর উত্তর কাণ্ডের শততম অধ্যায়ে ইলোপাখ্যান এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য তা নিম্নে আলোচিত হল — রামচন্দ্র তার অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলতে শুরু করলেন সৌম্য! শুনেছি পূর্বে বাহ্লীকদেশে কর্দম রাজার শ্রীমান্ ইল-নামক এক পরম ধার্মিক পুত্র ছিল। সেই নরপতি বসুন্ধরা নিজের করায়ত্ত করে পুত্রের ন্যায় নিজের প্রজাপুঞ্জকে পালন করতেন। সেই মহাত্মা ত্রুন্ধ হলে ত্রিভুনের মধ্যে সকলেই ভয় সন্ত্রস্ত হত। অতএব উদার চরিত্র দেবগণ, মহাধন দৈত্যগণ এবং মহাবল নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং গন্ধর্বরা সবসময় তাঁর উপাসনা করতেন। সেই পরম উদার স্বভাব মহাযশস্বী বাহ্লীকপতি রাজা ইল— বুদ্ধি, বীর্য এবং ধর্ম বিষয়ে সকলকেই অতিক্রম করেছিল। একসময় রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হলে, সেই রাজা— ভৃত্য, বল এবং বাহন সকলের সাথে কোনো মনোহর কাননে মৃগয়া করতে গিয়ে অসংখ্য মৃগ বধ করলেন। তবুও মৃগয়ায় তাঁর তৃপ্তি হল না। মৃগরা সেই মহাবল ইল কর্তৃক বধ্যমান হয়ে, যে স্থানে মহাসেন জন্মেছিল সেখানে গমন করল। দেবাদিদেব দুর্ধর্ষ বৃষধ্বজ উমাপতি মহেশ্বর উমাদেবীর মনস্তৃষ্টির জন্য অনুচরদের সাথে সেই পর্বতনিব্বাসস্থ প্রদেশে অধিষ্ঠান করে স্ত্রী রূপ ধারণ করে নগেন্দ্র নন্দিনীর মনোরঞ্জন করছিল। সেখানে যে সকল পুরুষ পদবাচ্য বা পুংলিঙ্গ প্রাণী এবং বৃক্ষ ছিল, তারা সকলেই স্ত্রীরূপী হয়েছিল এবং নপুংসক পদবাচ্যরাও স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছিল।

“যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।

বৃক্ষাঃ পুরুষনামাস্তে সর্বে স্ত্রীজনাভবন্।।

যচ্চ কিল্ব্বন তং সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূব হ।

এতস্মিনন্তরে রাজা স ইলঃ কর্দমাক্ত মোঃ।।”^{১৬}

ইল মৃগয়া করতে করতে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সর্প, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সকলকে এবং অনুচরবর্গের সাথে নিজেকেও স্ত্রীরূপী দেখলেন। নিজের এমন অবস্থা দেখে ইল দারুণ দুঃখিত হলেন। আত্মনাং স্ত্রীকৃতঐশ্বর্য সানুগং রঘুনন্দন।^{১৭} তিনি এটা মহাদেবেরই কার্য বুঝতে পেরে ভীষণ ভীত হলেন। পরে সেই নরপতি ভৃত্য, বল এবং বাহনসহ মহাত্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন, বৃষধ্বজ মহাদেব সেই প্রজাপতি তনয়কে বললেন— “তুমি পুরুষত্ব ব্যতীত আমার আমার কাছে অন্য কোন বর প্রার্থনা করো।” সেই স্ত্রীরূপী শোকাকুল রাজা তাঁর নিকটে অন্য বর চাইলেন না। কিন্তু নিদারুণ শোকে অভিভূত হয়ে নগেন্দ্রনন্দিনী অম্বিকাকে প্রণাম করে বললেন, দেবী! আপনি লোকের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, আপনি সকলকেই অতীষ্ট বর দিয়ে থাকেন এবং আপনার দর্শন কখনোই বৃথা হয় না। প্রসন্ন হন। এরপর উমাদেবী শিবের কাছে ইলার মনোগত ইচ্ছা জানিয়ে মহেশ্বরের সম্মতিক্রমে এই শুভ বাক্য বললেন, — তুমি আমাদের উভয়ের কাছে বর চেয়েছ,

মহাদেব তোমাকে প্রার্থিত বরের অর্ধেক দিতে পারেন এবং আমি তার অপরাধ দিতে পারি। সুতরাং আমার কাছে তোমার অভিলষিত বরের অর্ধভাগ প্রার্থনা কর। দেবীর একথা শুনে রাজা ইল আহ্লাদিত হয়ে বললেন, — “যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমি যেন পর্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষ হই।” “যদি দেবী প্রসন্না মে রূপেণাপ্রতিমা ভূবি। মাসং স্ত্রীত্বমুপাসিত্বা মাসং স্যাৎ পুরুষঃ পুনঃ।” দেবী রাজার প্রার্থনা শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন - “রাজন! তাই হবে; কিন্তু যখন পুরুষ হবে তখন স্ত্রীস্বভাব সকল এবং যখন স্ত্রী হবে, তখন পুরুষস্বভাবসমূহ তোমার স্মৃতি পথে জন্মাবে না।”

“রাজন্ পুরুষভূতস্তুং স্ত্রীভাবং ন স্মরিস্যসি।
স্ত্রীভূতশ্চ পুনস্তুং বৈ ন স্মরিস্যসি পৌরুষম্।
এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভূত্বাথ কাদমিঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ।।

এইভাবে সেই কৰ্দমতনয় রাজা ইল পর্যায়ক্রমে একমাস পুরুষ একমাস ইলানামী ত্রৈলোক্যসুন্দরী রমণী হতেন। ভরত এবং লক্ষ্মণ রামচন্দ্র এর কাছে ইলবিষয়ক কথা শুনে অত্যন্ত অবাক হলেন এবং করজোড়ে মহাত্মা রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, — “সেই রাজা স্ত্রী রূপী হয়ে কেমন করে সেইরকম দুরবস্থা সহ্য করেছিলেন এবং পুরুষ হয়েই কীভাবে কালযাপন করতেন? — কথং স রাজা স্ত্রীভূতা বর্তয়ামাস দুর্গতিঃ। পুরুষঃ স যদা ভূতঃ কাং বৃত্তিং বর্তয়ত্যসৌ।।”^{১৮} এদের এরকম কৌতুহল দেখে রামচন্দ্র ইলরাজার সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন।” এইভাবে সেই রাজা ইল প্রথম মাসে পদ্মপলাশনয়না লোকসুন্দরী নারী হয়ে স্ত্রীভাবাপন্ন পূর্ব সহচরদের সাথে হেঁটে সেই বৃক্ষে পূর্ণ বাগানে বেড়াতে লাগলেন। — তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রীভূতা লোকসুন্দরী। তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্ঘোহস্য পূর্বং পদানুগাঃ।।”^{১৯} সেই পর্বতের কিছুটা দূরে একটি; নানারকম পাখি যুক্ত রমনীয় সরোবর দেখে তার কাছে গিয়ে দেখলেন, সেই সরোবরের জলের মধ্যে, পূর্ণ চন্দ্রের মতো স্বশরীর দ্বারা দীপ্যমান দয়াবান সোমপুত্র বুধ অন্যের দুঃসাধ্য যশস্কর কামপদ তপস্যারত। ইলা বুধকে দেখে অবাক হয়ে স্ত্রী ভাবাপন্ন সচিবগণ সেই সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগলেন। বুধও সেই সুন্দরী ললনাকে দেখেই কামবাণে বিদ্ধ হলেন এবং আত্মসংযমে অসমর্থ হয়ে জলের মাঝে বিচলিত হতে লাগলেন। তিনি ত্রিভুবনের রূপ সমষ্টি অপেক্ষাও রূপবতী ইলাকে দেখে তদগতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন, এই দেবী দুর্লভ সুন্দরী ললনা কে? আমি পূর্বে দেবী, নাগকামিনী, অসুররমণী বা অঙ্গরাদের মধ্যে এরকম রূপবতী রমণী কখনো দেখিনি। যদি এই রূপসীর বিবাহ না হয়ে থাকে তা হলে ইনি আমারই অনুরূপা প্রণয়িনী হতে পারে। বুধ এরকম মনে মনে বিতর্ক করে জল থেকে তীরে উঠলেন। পরে আশ্রমে এসে সেই রমণীরত্নকে আহ্বান করলে, তারা তাঁর নিকটে এসে প্রণাম করল। তারপর তাঁর নিকটে এসে প্রণাম করল। তারপর ধর্মাত্মা বুধ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন এই অপূর্ব রূপবতী রমণীকে এবং কী জন্য এখানে এসেছেন? এইসকল বিষয় আমার কাছে প্রকাশ করে বল। নারীরা বুধের এই রকম শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ শুনে মধুর বাক্যে প্রভুত্তর করল— এই নিতম্বিনী আমাদের কত্রী, এ অবিবাহিত বলে আমাদের সাথে এই বনপ্রদেশে বিচরণ করে থাকেন। চন্দ্রনন্দন, রমণীদের এই সুললিত কথা শুনে আবর্তিনী বিদ্যার আবির্ভাব করলেন এবং রাজা ইল সম্বন্ধীয় সমুদায় বিবরণ জানতে পেরে কামিনীগণকে বললেন, তোমরা কিম্পুরুষী হয়ে এই পার্বত্য প্রদেশে বাস কর, আমি মূল, পত্র ও ফলদ্বারা তোমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় বিধান করব এবং তোমারাও কিম্পুরুষদের পতিরূপে পাবে। রমণীরা বুধের কথা শুনে সেরকম কিম্পুরুষনারী হয়ে সেই পর্বতের সমীপবর্তী স্থানে আবাস স্থাপন করল। ভরত এবং লক্ষ্মণ, জনেশ্বর রামের কাছে কিম্পুরুষীদের উৎপত্তি বিষয় শুনে আশ্চর্য হলেন। ফের ইলা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। বুধ এর কাছে এরপর ইল বুধের আশ্রমে বাস করতে শুরু করলেন। তখন তিনি একমাস স্ত্রী হয়ে বুধের প্রীতি সম্পাদন করতেন এবং একমাস পুরুষ হয়ে ধর্মাচরণে নিরত হতেন। মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়তানিশং সদা। মাসং পুরুষভাবেন ধর্মবুদ্ধিধ্বংসকার সং।।”^{২০} এইভাবে আটমাস কাটলে নবম মাসে ইলা বুধ থেকে বুধের মতো মহাতেজস্বী পুরুষবা নামে পুত্র জন্ম দিলেন এবং জন্মের পরই ইল তার বাবা বুধের হাতে তুলে দিলেন। পুরুষবা জন্মবিবরণের পর ভরত ও লক্ষ্মণ ফের রামকে জিজ্ঞাসা করলে ফের বলতে শুরু করলেন মহাবীর ইল পর্যায়ক্রমে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হতেন। ইলানন্দন রাজা পুরুষবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য লাভ করলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের এর প্রভাবে ইল একবার স্ত্রী হয়েও ফের তার প্রভাবে সুদুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করেছিলেন। — স্ত্রীপূর্বঃ পৌরুষং লেভে যচ্চান্যদতিদুর্লভম্।^{২১} ভঙ্গাসন— মহাভারতের অনুশাসনবর্ষের অন্তর্গত দ্বাদশ অধ্যায় ভঙ্গাসন রাজার কথা উল্লেখ আছে যা তৃতীয় লিঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিম্নে তা আলোচিত হল - যুধিষ্ঠির ভীষ্ম পিতামহকে স্ত্রী পুরুষের সংসর্গকালে ঐ উভয়ের মধ্যে কার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হয়েছে, আপনি এটি সবিস্তারে বলুন। তখন ভীষ্ম বলতে শুরু করলেন এই প্রসঙ্গে ভঙ্গাসন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করছি শোন। পূর্বকালে ভঙ্গাসন নামে এক ধর্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট বা ইন্দ্র যে যজ্ঞ বিদ্রোহ করেন সেরকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁর একশত পুত্র জন্মায়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাসনকে পুত্রকামনায় অগ্নিষ্টুতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে দেখে নিরন্তর তাঁর রক্তাশ্বেষণ করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুতেই সেবিষয়ে কৃতকার্য হচ্ছিলেন না। কিছুদিন গেলে একসময় ভঙ্গাসন মৃগয়া করবার জন্য বের হলেন। ঠিক এসময়ে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করে তাকে বিমোহিত করলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাসন ইন্দ্রের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দ্বিগ্ধিক জ্ঞান শূন্য হলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় দারুণ কাতর হয়ে সেই অশ্বে আরোহণপূর্বক এদিক ওদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জল পূর্ণ সুন্দর সরোবর নজরে আসা মাত্র অশ্বকে সেই সরোবরে স্নান করিয়ে এক গাছে বেঁধে নিজেও সেই সরোবরে স্নান সারলেন। ঐ সরোবরে স্নান করা মাত্র তিনি ‘স্ত্রীত্ব’ লাভ করলেন। এরপর তিনি নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এখন কীভাবে অশ্বে আরোহণ ও কীভাবেই বা রাজধানীতে যাব? আমি অগ্নিষ্টুতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে একশত পুত্র জন্মেছে। এখন আমি গিয়ে তাদের কী বলব এবং আমার স্ত্রী, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেই বা তাদের কী বলে প্রত্যুত্তর দেব। ধর্মার্থদর্শী মহর্ষিরা বলে থাকেন, ‘মৃদুত্ব’, ‘কোমলত্ব’ এবং ‘কাতরত্ব’ — এই তিন স্ত্রীলোকের এবং ‘ব্যায়াম’, ‘সহিষ্ণুতা’ ও ‘বীর্যবত্তা’ এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ। এখন আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রী লোকের গুণলাভ হয়েছে; সুতরাং কীভাবে পুরুষের মতো অশ্বে আরোহণ করব! রাজর্ষি ভঙ্গাসন মনে মনে এরকম চিন্তা করে সরোবর থেকে উঠে বহু চেষ্টাতে কৌশলক্রমে ঘোরায়ে চড়ে নিজ নগরে ফিরলেন। তিনি ফেরা মাত্র তাঁর পুত্র, স্ত্রী, চাকর ও নগরবাসীরা তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তখন ভঙ্গাসন তাঁদের বিষয়বিষ্ট দেখে বললেন, আমি সৈন্যগণসহ মৃগয়ায় বের হয়ে মোহবশত এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করি। তারপর সৈন্যগণ পরিশূন্য হয়ে ঘোড়ায় একাই গুচ্ছ কণ্ঠে ঘুরতে ঘুরতে হংসে পরিপূর্ণ পরমরমণীয় এক সরোবরে নিরীক্ষণ করলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিলামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীত্ব লাভ হয়েছে। মহারাজ ভঙ্গাসন এই বলে মন্ত্রী ও পুত্রদের বিশ্বাস জাগানোর জন্য নিজের নাম গোত্র কীর্তন করে আত্মজগণকে সম্বোধনপূর্বক ফের বললেন, পুত্রগণ তোমারা এখন পরস্পর সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন পূর্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি অরণ্যে চলে যাব।

স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত নৃপতির গর্ভে শত পুত্র উৎপত্তি : স্ত্রীরূপী রাজা ভঙ্গাসন পুত্রদের এই কথা বলে শ্রীমুখি অরণ্য মধ্যে গমনপূর্বক এক তাপসের আশ্রমে উপস্থিত হলে তাঁর সংসর্গে কালযাপন করতে লাগলেন। কিছুদিন পর ঐ তাপসের ঔরসে সেখানে তাঁর একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে একসময় ভঙ্গাসন তাদের নিয়ে পূর্বের পুত্রদের সাথে দেখা করতে গেলেন। এই সময় তাদের বললেন তোমার আমার পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, আর এরা আমার অঙ্গনাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হয়ে সৌভ্রাতৃত্ব অবলম্বন পূর্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। ভঙ্গাসন এরকম আদেশ করলে তাঁর পূর্বপুত্ররাও তাঁর বাক্যে রাজি হলেন ও তাঁর অপর পুত্রগণের সাথে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হয়ে চিন্তা করলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাসনের স্ত্রীত্ব বিধান করে তাঁর অপকার না করে বরং উপকারই করেছি। যা হোক, এখানে যাতে বিশেষ অনিষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখলেন। দেবরাজ এরকম স্থির করে ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাসনের আগের ছেলেদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভায়েরা পিতার এক ঔরসে জন্মালেও কখনো সৌভ্রাতৃত্ব থাকে না। দেখ, সুরাসুররা একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেও রাজ্য লাভের জন্য তারা পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করেছিল। কিন্তু তোমরা একশত জন ভঙ্গাসনের ঔরসে আর তোমাদের অপর একশত ভাই একজন তাপসের ঔরসে জন্মেছে তবুও তোমাদের এরকম সৌভ্রাতৃত্ব থাকবার কারণ কী? যাইহোক, তোমাদের অপর ভাইয়েরা যে তাপসের ঔরসজাত হয়েও তোমাদের পৈতৃক রাজ্যের অংশ অধিকার করেছে, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ইন্দ্রপ্ররোচনায় ভাতৃবিরোধ-পরস্পর সংহার — ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা বললে ভঙ্গাসনের ঔরসজাত পুত্ররা উত্তেজিত হয়ে অপর ভাইদের ঈর্ষান্বিত হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হল। স্ত্রীভাবাপন্ন ভঙ্গাসন অরণ্য মধ্যে পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন দেবরাজ ব্রাহ্মণবেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে কাঁদছ। ভঙ্গাসন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাঁর বাক্য শুনে করুণ স্বরে বললেন হে ব্রাহ্মণ! কাল প্রভাবে আমার দুইশত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করেছে। আমি পূর্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে একশত পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। ঐ পুত্ররা বড়ো হলে একসময় আমি মৃগয়ায় বের হয়ে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবরে স্নান করি। সেই সরোবরে স্নান করে আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হয়েছে। দৈব প্রতিকূলতা বশত এইরকম অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যথেষ্ট দুঃখিত হয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরি ও ঔরসজাত পুত্রদের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করে এই তপোবনে এসেছিলাম। এখানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আরও একশো পুত্র জন্মায়। ঐ সকল পুত্ররা বড়ো হলে আমি তাদের একসাথে রাজ্য ভোগ করতে বলে এসেছিলাম। এখন তারা পরস্পর যুদ্ধে দেহত্যাগ করেছে। আমি সেজন্যই কাতর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছি। ভঙ্গাসন করুণ স্বরে একথা বললে দেবরাজ তাঁকে পুরুষ বাক্যে বললেন আমি সুররাজ ইন্দ্র। এর আগে তুমি আমাকে অনাদর করে আমার অনভিপ্রেত অগ্নিস্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে আমাকে যথেষ্ট দুঃখিত করেছিলে। তাই আমি ক্রোধান্বিত হয়ে তোমার পুত্রদের বিনাশ সম্পাদন করে তোমার অপকার করেছি।

ইন্দ্রবরে ভঙ্গাসনের পুত্রদের প্রাণ প্রাপ্তি : সুররাজ একথা বলা মাত্রই ভঙ্গাসন তাঁকে ইন্দ্র বলে জানলেন এবং চরণতলে পরে বিনীতভাবে বললেন হে দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হোন। আমি পুত্র লাভের অভিলাষেই অগ্নিস্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলাম। অতএব এবিষয়ে আমার যে অপরাধ হয়েছে, আপনাকে যা ক্ষমা করে দিতে হবে। তখন ভঙ্গাসনের প্রণিপাতে পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তুলে বললেন আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন বলো তোমার পুরুষ অবস্থায় ঔরসজাত পুত্র ও এখনকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কাদের জীবিত করে দেব? তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাসন বললেন যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আমার নারী অবস্থায় যে সমস্ত পুত্র জন্মেছিল আপনি বরপ্রভাবে তাদের পুনর্জীবিত হোক।

নারীজাতির স্পর্শসুখ-প্রশ্নোত্তর : ভঙ্গাসন এরকম বর প্রার্থনা করলে ইন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র জন্মেছে তারা কেন বিদ্বৈষ ভাজন ও নারীবস্থায় যারা জন্মেছে তারাই বা কী জন্য স্নেহের পাত্র হল? এর কারণ জানতে ইচ্ছে হয়। তখন ভঙ্গাসন বললেন সুররাজ! স্ত্রীলোকের মতো পুরুষের স্নেহ কখনো প্রবল হয়েছে, তারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এখন আপনার দয়ায় তারা পুনর্জীবিত হোক। তখন ভঙ্গাসনের বাক্যে আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করছি, তোমার সমুদয় পুত্রই জীবিত হোক। আর এখন কি তোমার ফের পুরুষত্ব লাভ করতে ইচ্ছে হয়, না তুমি অঙ্গাবস্থায় থাকতে চাও বল। যেটা পছন্দ করবে তোমাকে সেরূপ দেব সন্দেহ নেই। এই কথা বললে ভঙ্গাসন বললেন আমি আর পুরুষত্ব লাভ করতে চাই না, এখন আমি স্ত্রীভাবেই বেশি সন্তোষ লাভ করছি। তখন ফের তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কী জন্য পুরুষত্ব লাভ না করে স্ত্রীভাবে থাকতে চাইছ? তখন সে বলল স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরাই বেশি স্পর্শসুখ লাভ করে থাকে। এই জন্যই বলছি স্ত্রীভাবে অবস্থান করতে বাসনা করি। আমি সত্যিই বলছি স্ত্রীত্ব লাভ করে সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হয়েছি। ঐজন্য স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ভঙ্গাসন একথা বললে ইন্দ্র তাকে অভিলষিত বর দিয়ে সুরলোকে চলে গেলেন। আমি এই নির্দেশ অনুসারে স্থির করেছি যে, স্ত্রী পুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হয়ে থাকে।^{২২}

Reference:

১. পাণিনি-৬/৩/৭৫
২. মনুসংহিতা-২/৯১/ পৃ. ১৭৫, শ্রীযুক্ত শ্যামা কান্ত বিদ্যাভূষণ সম্পা, সংস্কৃতপুস্তক ভাণ্ডার, ১৯০৬
৩. ঐ, ৯/২০৩/ পৃ. ২৭৪

৪. ঊনবিংশতিসংহিতা, পরাশর সংহিতা- ৪/২৬/ পৃ. ১৯৫, পরাশর-পঞ্চানন তর্ক রত্ন, অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৭
৫. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ-২/৮৭/১১, আচার্য শিবপ্রসাদ দ্বিবেদী, চৌখাম্বা সুরভারতী, ২০১৬
৬. পঞ্চতন্ত্র, বিষ্ণুশর্মা-১/৩৫০
৭. বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ২০১৬
৮. বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদ সেন, ১৩১৩
৯. শ্রীধর্মমঙ্গল-মাণিক গাঙ্গুলী, ২৩৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১০. অমরকোষ, চন্দ্রমোহন তর্করত্ন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৮৮৬
১১. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী- (২/২/২)
১২. মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, কালিপ্রসন্ন সিংহ, তুলিকলম, দ্বিতীয়, ১৯৮৭
১৩. ঐ, (১/৯৬/৫১)
১৪. ঐ, (১/৬/৮৭)
১৫. ঐ, (৫/১৮৮)
১৬. রামায়ণ, বাল্মীকি, পঞ্চানন তর্করত্ন, তর্করত্ন, উত্তর- (১০০/১২-১৩, পৃ. ১৪৩৬), ১৪০৭
১৭. ঐ, উত্তর- (১০০/১৬-খ/ পৃ. ১৪৩৬)
১৮. ঐ, উত্তর- (১০১/৩/ পৃ. ১৪৩৭)
১৯. ঐ, উত্তর- (১০০/৫/ পৃ. ১৪৩৭)
২০. ঐ, উত্তর- (১০২/২২/ পৃ. ১৪৩৯)
২১. ঐ, উত্তর- (১০৩/২৫/ পৃ. ১৪৪১)
২২. মহাভারত, ব্যাসদেব, অনুশাসন পর্ব -১১-১২ অধ্যায় (পৃ. ৮৭৯-৮৮১)